

সোনাৰ্মণি কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক স্বাভিযোগিডা ২০২৬



গ- গ্রুপ :

বয়স : ৭ থেকে ১২ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর পরে এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর পূর্বে হতে হবে)।

❖ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বিনিয়ত

পরীক্ষা পদ্ধতি : ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে, ১০ নম্বর লিখিত এবং ৩০ নম্বর মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা

১. ৩১শে আগস্টের পূর্বে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০/- (ত্রিশ) টাকা রেজিস্ট্রেশন ফী প্রদান করে অবশ্যই অনলাইনে ফরম পূরণ করতে হবে। ফরম পূরণের সময় জন্মনিবন্ধনে উল্লিখিত নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে। অনলাইনে ফরম পূরণের ঠিকানা : sonamoni.org
২. ফরমে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট অপশন আসবে। সেখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড অপশন দেখাবে। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটি ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং শাখা, উপজেলা, থানা ও কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাড়া কোন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা প্রদান করে এডমিট কার্ড গ্রহণ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. পরীক্ষার মৌখিক অংশে প্রতি বিভাগে ৩ জন করে বিচারক থাকবেন।
৬. প্রতিটি গ্রুপের বাছাইকৃত তিনজন সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দেওয়া হবে।
৭. শাখা, উপযেলা ও যেলা পরিচালকবৃন্দ স্ব স্ব স্তরের ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও পুরস্কার প্রদান করবেন।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত ও এমসিকিউ প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিটি গ্রুপ থেকে পাঁচজন সোনামণিকে নিয়ে উন্মুক্ত মঞ্চে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।
৯. সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০. পুরস্কার :

- (ক) প্রথম পুরস্কার : ১০,০০০/- টাকা, ট্রেস্ট ও সনদ।
- (খ) দ্বিতীয় পুরস্কার : ৮,০০০/- টাকা, ট্রেস্ট ও সনদ।
- (গ) তৃতীয় পুরস্কার : ৬,০০০/- টাকা, ট্রেস্ট ও সনদ।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

♦ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ৪ঠা সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. উপযেলা : ১১ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. যেলা : ১৮শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ৮ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ৮-টা)।
৫. চূড়ান্ত পর্ব : ৮ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, বাদ আছর)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	: হিফযুল কুরআন	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	: হিফযুল হাদীছ	৫
তৃতীয় অধ্যায়	: ঈমান	৬
প্রথম পাঠ	: ঈমান	৬
দ্বিতীয় পাঠ	: আল্লাহ	৬
তৃতীয় পাঠ	: নবী-রাসূল	৭
চতুর্থ পাঠ	: মুহাম্মাদ (ছা.)	৭
পঞ্চম পাঠ	: আসমানী কিতাব	৮
ষষ্ঠ পাঠ	: কুরআন	৮
সপ্তম পাঠ	: ফেরেশতা	৯
অষ্টম পাঠ	: তাক্বদীর	৯
নবম পাঠ	: আখেরাত	১০
চতুর্থ অধ্যায়	: ইসলাম	১০
প্রথম পাঠ	: ইসলাম ধর্ম	১০
দ্বিতীয় পাঠ	: চার কালেমা	১১
তৃতীয় পাঠ	: ত্বহরাত	১১
চতুর্থ পাঠ	: ওয়ূ	১১
পঞ্চম পাঠ	: গোসল	১৩
ষষ্ঠ পাঠ	: তায়াম্মুম	১৩
সপ্তম পাঠ	: এক্বামত	১৩
অষ্টম পাঠ	: ছালাত	১৪
নবম পাঠ	: ছালাত আদায়ের পদ্ধতি	১৫
দশম পাঠ	: যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ	১৭
পঞ্চম অধ্যায়	: আখলাক	১৭
প্রথম পাঠ	: সাক্ষাতের আদব	১৭
দ্বিতীয় পাঠ	: পানাহারের আদব	১৭
তৃতীয় পাঠ	: পোশাক পরিধানের আদব	১৮
চতুর্থ পাঠ	: পেশাব-পায়খানার আদব	১৮
পঞ্চম পাঠ	: মসজিদের আদব	১৯
ষষ্ঠ পাঠ	: মোরা ভাল মানুষ হব ইনশাআল্লাহ	১৯
	: তাওহীদ ও শিরক	২০

প্রথম অধ্যায়

হিফযুল কুরআন

সূরা ফাতিহা (মুখবন্ধ)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি
জগত সমূহের প্রতিপালক। الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ১
২. যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ২
৩. যিনি বিচার দিবসের মালিক। مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ৩
৪. আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত
করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য
প্রার্থনা করি। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ৪
৫. তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর! اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ৫
৬. এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি
পুরস্কৃত করেছ। صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ৬
৭. তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও
পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন! -তুমি কবুল কর!) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ ৭ (আমীন) -

সূরা ইখলাছ (বিশুদ্ধ করণ)

১. বল, তিনি আল্লাহ এক قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ১
২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী اللَّهُ الصَّمَدُ ২
৩. তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি
(কারও) জন্মিত নন لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ৩
৪. আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিফযুল হাদীছ

১. আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘ভালো কথা দানের ন্যায়’ (বুখারী, মিশকাত হা/১৮৯৬)।
২. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছা.)-কে বলতে শুনেছেন, ‘ঈমানদার ছাড়া কাউকে সাথী কর না। আর পরহেযগার ব্যক্তি ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়’ (তিরমিযী হা/২৩৯৫)।
৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’ (তিরমিযী হা/১৯১৯)।
৪. ইবনু ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’ (আবুদাউদ হা/৪০৩১)।
৫. আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে’ (মুসলিম হা/৯১)।
৬. আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘ব্যক্তির ইসলামী সৌন্দর্য হল, অনর্থক কর্মকাণ্ড পরিহার করা’ (ইবনু মাজাহ হা/৪১১১)।
৭. আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়’ (তিরমিযী হা/১৯৭১)।
৮. আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয়লাভ করাতে বীরত্ব নেই; বরং ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক’ (বুখারী হা/৬১১৪)।
৯. আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখো, যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তার সাথে ভালো ব্যবহার করো এবং নিজের বিরুদ্ধে হলেও সত্য কথা বল’ (ছহীহাহ হা/১৯১১)।
১০. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম তারাই যারা তওবা করে’ (ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১)।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈমান

প্রথম পাঠ

ঈমান

ঈমানের পরিচয় : ঈমান অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস। যা ভীতি ও সন্দেহের বিপরীত। পারিভাষিক অর্থে হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম ঈমান। যা সৎকাজে বৃদ্ধিপায় এবং পাপকাজে কমে যায়। বিশ্বাস হল ঈমানে মূলভিত্তি আর আমল বা কর্ম হল তার শাখা।

ঈমানের রুকন : ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ছয়টি। যথা-

- (১) আল্লাহর উপর বিশ্বাস করা।
- (২) ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস করা।
- (৩) আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস করা।
- (৪) রাসূলগণের উপর বিশ্বাস করা।
- (৫) আখেরাতের উপর বিশ্বাস করা এবং
- (৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা।

এই ছয়টি বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়ে বলতে হয়-

أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ
اللَّهِ تَعَالَى -

অর্থ : ‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর উপরে, তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে, তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহের উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে, আখেরাতের উপরে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে’। এটিকে ঈমানে মুফাছ্খাল বা বিস্তারিত ঈমান বলে।

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পাখী, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সমস্ত জীবের মৃত্যু দান করেন। তিনি আমাদের রব। তিনি আমাদের

রিখিক দেন। আমরা আল্লাহ্র বিধান মেনে চলি। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই।

আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি সাত আসমানের উপর আরশে রয়েছেন। তাঁর নিজস্ব আকার আছে। তিনি নিরাকার নন। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই।

তৃতীয় পাঠ

নবী-রাসূল

নবী-রাসূলদের পরিচয় : নবী বা রাসূল অর্থ সংবাদবাহক।

নবী-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত দূত। মানুষকে সরল-সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাঁদেরকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে আদম (আ.) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ‘হাওয়া’। নূহ (আ.) ছিলেন মানব জাতির প্রথম রাসূল। ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন নবীদের পিতা। তাঁর বংশধর হযরত মুহাম্মাদ (ছা.) ছিলেন শেষনবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

চতুর্থ পাঠ

মুহাম্মাদ (ছা.)

মুহাম্মাদ (ছা.) আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনি ৯ই রবীউল আউয়াল, সোমবার মক্কায়ে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমেনা। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। এজন্য সবাই তাঁকে ‘আল-আমীন’ বা বিশ্বাসী বলে ডাকত। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন। সর্বদা গরীব ও অসহায়দেরকে সাহায্য করতেন।

তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। তাঁর উপরই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। আমরা তাঁর আনীত বিধি-বিধান এবং আদেশ-নিষেধ মেনে চলি। তাঁর বাণীকে হাদীছ বলা হয়। যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে তারা দুনিয়াতে শান্তি এবং পরকালে মুক্তি পাবে। আর যারা তাঁর আদেশ অমান্য করবে তারা জাহান্নামী হবে।

তিনি আমাদের মতই মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। তিনি নূরের তৈরী নন। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবী হন। তিনি ১১ হিজরী সনের ১লা রবীউল আউয়াল, সোমবার ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মদীনায়ে নিজ গৃহে তাঁকে দাফন করা হয়।

পঞ্চম পাঠ

আসমানী কিতাব

মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের প্রতি যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। এ সকল আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখা একজন মুসলিমের জন্য ফরয।

আসমানী কিতাব মোট ১০৪টি। তবে প্রধান আসমানী কিতাব ৪টি। এগুলো ৪ জন প্রসিদ্ধ রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে।

১. তাওরাত : মূসা (আ.)-এর প্রতি নাযিল হয়।
২. যাবুর : দাউদ (আ.)-এর প্রতি নাযিল হয়।
৩. ইঞ্জীল : ঈসা (আ.)-এর প্রতি নাযিল হয়।
৪. কুরআন : মুহাম্মাদ (ছা.)-এর প্রতি নাযিল হয়।

এর মধ্যে প্রথম তিনটি কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু ‘কুরআন’ ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। কারণ আল্লাহ নিজেই এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন (হিজর ১৫/৯)।

ষষ্ঠ পাঠ

কুরআন

কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআনের ভাষা আরবী। এতে ১১৪টি সূরা ও ৩০টি পারা রয়েছে। কুরআন তেলাওয়াত করার ফযীলত অনেক বেশি। প্রতিটি হরফ তেলাওয়াতে ১০টি করে নেকী রয়েছে। আমাদেরকে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন গড়তে হবে।

কুরআনের প্রতি আদব :

- (১) বিনা ওয়ূতে কুরআন স্পর্শ না করা।
- (২) ‘আ‘উযুবিল্লাহ’ ও ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তেলাওয়াত শুরু করা।
- (৩) সর্বদা রিহাল বা অনুরূপ উঁচু কোন পবিত্র বস্তুর উপরে রেখে তেলাওয়াত করা।
- (৪) মেঝেতে বা বিছানায় পা বরাবর না রাখা এবং খোলা রেখে গল্প না করা।
- (৫) অহেতুক দাগ দেওয়া, ছেড়া বা পৃষ্ঠা মুড়ানো থেকে বিরত থাকা।

সপ্তম পাঠ**ফেরেশতা**

ফেরেশতারা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তারা নূরের তৈরী। তারা আল্লাহর হুকুমে আসমান ও যমীনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তাদের সংখ্যা অগণিত। এদের মধ্যে চারজন শ্রেষ্ঠ। তারা হলেন-

১. জিব্রীল : তিনি ফেরেশতাদের সর্দার। তিনি নবীগণের নিকট আল্লাহর বাণী নিয়ে আসেন ও অন্যান্য বড় বড় দায়িত্ব পালন করেন।
২. মীকাদীল : তিনি বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।
৩. ইস্রাফীল : তিনি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন।
৪. মালাকুল মউত : তিনি ‘আযরাঈল’ নামে পরিচিত। তিনি জান কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

অষ্টম পাঠ**তাক্বদীর**

‘তাক্বদীর’ হল ভাগ্য। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার বহু পূর্বে তার ভাগ্য লিখে রেখেছেন। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হয়।

তাক্বদীর ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। যদি ভাল হয় তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যদি মন্দ হয় তবে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা মুমিনের জন্য আবশ্যিক।

নবম পাঠ

আখেরাত

আখেরাত হল মৃত্যুপরবর্তী জীবন। প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে এবং কিয়ামত তথা বিচার দিবসে তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে।

দুনিয়াতে যারা ভাল কাজ করবে তারা জান্নাতে যাবে। জান্নাত হল চিরস্থায়ী সুখের স্থান। যারা দুনিয়াতে মন্দ কাজ করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছা.)-এর অবাধ্যতা করেছে, তারা জাহান্নামে যাবে। জাহান্নাম হল ভয়াবহ শাস্তির জায়গা। আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে আমাদের ঈমান ও আমলকে অবশ্যই বিশুদ্ধ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলাম

প্রথম পাঠ

ইসলাম ধর্ম

আমাদের ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করে, তাঁকে মা'বুদ বলে মানে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাকে মুসলিম বলে।

ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি : কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত। এগুলো ইসলামের ফরয বিধান। এগুলো পালন না করলে কেউ পূর্ণ মুসলিম হতে পারে না। একজন মুসলিমের যাবতীয় কাজের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহকে খুশী করা এবং জান্নাত লাভ করা।

জান্নাত পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। রাসূল (ছা.)-এর দেখানো পথে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়তে হবে। শিরক ও বিদ'আত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় পাঠ

কালেমা

১. কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ অর্থ : 'নেই কোন হক উপাস্য আল্লাহ ছাড়া'।

২. কালেমায়ে শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন হক উপাস্য আল্লাহ ছাড়া এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল'।

তৃতীয় পাঠ

ত্বহারাত

ত্বহারাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। পবিত্র পানি বা মাটি দ্বারা ওয়ূ বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করাকে ত্বহারাত বলে।

আমাদের সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। রাসূল (ছা.) বলেছেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ'। ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম শর্ত হল পবিত্রতা অর্জন করা।

চতুর্থ পাঠ

ওয়ূ

ওয়ূ শব্দের অর্থ পরিচ্ছন্নতা। পবিত্র পানি দ্বারা ওয়ূ করতে হয়।

ওয়ূ করার নিয়ম :

করণীয়	পদ্ধতি
বিসমিল্লা-হ বলা	প্রথমে মনে মনে ওয়ূর নিয়ত করবে ও 'বিসমিল্লা-হ' বলবে।
কজি ধোয়া	ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কজি সহ ধুবে এবং আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে।
কুলি করা ও	কজি ধোয়ার পর ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে

নাকে পানি দেয়া	কুলি করবে ও নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়বে।
মুখমণ্ডল ধোয়া	কুলি ও নাকে পানি দেয়ার পর কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী সহ থুত্নীর নিচ পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল ধুবে।
হাত ধোয়া	মুখ ধোয়ার পর হাত ধুতে হবে। প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত কনুই সহ ধুবে।
মাথা মাসাহ করা	হাত ধোয়ার পর পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলো মাথার সামনের দিক হতে পিছনে ও পিছন হতে সামনে বুলিয়ে একবার পুরা মাথা মাসাহ করবে। অতঃপর ভেজা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা পিছন অংশে একই সাথে মাসাহ করবে।
পা ধোয়া	সবশেষে পা ধুতে হবে। প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পায়ের টাখনু সহ ভালভাবে ধুবে ও বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে।

ওযু শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ -

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে शामिल করুন'!

[সোনামণিরা! জেনে রাখবে, ওযুর অঙ্গগুলো এক, দুই বা তিন বার করে ধোয়া যাবে। তবে তিনবার ধোয়া উত্তম। আর খেয়াল করবে যেন ওযু করতে গিয়ে কোথাও শুকনো না থেকে যায়। তাহলে কিন্তু পুনরায় ওযু করতে হবে]

ওযু ভঙ্গের কারণ : পেশাব ও পায়খানা করলে কিংবা বায়ু নিঃসরণ হলে ওযু ভঙ্গ হয়।

পঞ্চম পাঠ

গোসল

গোসল শব্দের অর্থ ধৌত করা। পবিত্র পানি দিয়ে পুরো শরীর ধৌত করার মাধ্যমে গোসল করতে হয়।

গোসল করার নিয়ম :

প্রথমে ‘বিসমিল্লা-হ’ বলে ওয়ূ করবে। মাথায় তিনবার পানি ঢালবে। চুলের গোড়া ভাল করে ধুবে। তারপর সারা দেহে পানি ঢেলে গোসল শেষ করবে।

ষষ্ঠ পাঠ

তায়াম্মুম

ওয়ূ ও গোসলের জন্য পানি না পেলে বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার করতে না পারলে পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলে।

তায়াম্মুমের নিয়ম :

- (১) পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে (তিরমিযী হা/২৫)।
- (২) বিসমিল্লা-হ বলবে।
- (৩) পবিত্র মাটির উপর দু’হাত একবার মারবে।
- (৪) অতঃপর দু’হাত দিয়ে পুরা মুখমণ্ডল এবং দু’হাতের কজি পর্যন্ত একবার বুলাবে (বুখারী হা/৩৩৮)।

সপ্তম পাঠ

এক্বামত

এক্বামত : এক্বামত অর্থ দাঁড় করানো। ছালাতে দাঁড়ানোর সময় ছালাত শুরু হওয়ার জন্য ‘এক্বামত’ দিতে হয়। জামা‘আতে হোক বা একাকী হোক সকল অবস্থায় ফরয ছালাতে এক্বামত দেওয়া সুন্নাত। আযান ও এক্বামতের বাক্যসমূহ প্রায় একই রকম। যেমন :

ক্র.	এক্কাঁমতের বাক্যসমূহ	অর্থ
১	اللَّهُ أَكْبَرُ (২ বার)	আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।
২	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (১ বার)	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই।
৩	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (১ বার)	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।
৪	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (১ বার)	ছালাতের জন্য এসো।
৫	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (১ বার)	কল্যাণের জন্য এসো।
৬	قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (২ বার)	ছালাত শুরু হল।
৭	اللَّهُ أَكْبَرُ (২ বার)	আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।
৮	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (১ বার)	আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই।

অষ্টম পাঠ

ছালাত

ছালাত শব্দের অর্থ দো‘আ, রহমত, প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে শরী‘আত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নিকট বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে ছালাত বলা হয়।

ছালাত ফরয ইবাদত। সাত বছর বয়স থেকে ছালাত আদায় শুরু করতে হয়। দশ বছর থেকে ছালাত আদায় করা আবশ্যিক।

একজন সাবালক পুরুষের জন্য মসজিদে জামা‘আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। এজন্য প্রতি ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করতে হবে। প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করা খুবই ফযীলতপূর্ণ। এজন্য আযানের সাথে সাথে মসজিদে যাওয়া কর্তব্য।

ছালাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ছালাত আদায় না করার পরিণাম ভয়াবহ। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত আদায় করে না, তাকে রাসূল (ছা.) কাফের ঘোষণা করেছেন। এজন্য আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথানিয়মে আদায় করতে হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নাম ও রাক'আতসমূহ :

ক্র.	নাম	ফরয	সুন্নাত	মোট
১	ফজর	২ রাক'আত	২ রাক'আত	৪ রাক'আত
২	যোহর	৪ রাক'আত	৪+২ = ৬ রাক'আত	১০ রাক'আত
৩	আছর	৪ রাক'আত	নেই	৪ রাক'আত
৪	মাগরিব	৩ রাক'আত	২ রাক'আত	৫ রাক'আত
৫	এশা	৪ রাক'আত	২ রাক'আত	৬ রাক'আত
	মোট	১৭ রাক'আত	১২ রাক'আত	২৯ রাক'আত

উল্লেখ্য যে, এশার সুন্নাত ছালাতের পর ১ বা ৩ রাক'আত বিতর পড়তে হয়।

নবম পাঠ

ছালাত আদায়ের পদ্ধতি

১. ওযু করার পর ছালাতের নিয়ত করে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।
 ২. 'আল্ল-হু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে বুকে বাঁধবে।
 ৩. সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে 'ছানা' পাঠের মাধ্যমে ছালাত শুরু করবে।
 ৪. আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লা-হ সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করবে।
 ৫. ক্বিরাআত শেষে 'আল্ল-হু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে 'রফ'উল ইয়াদায়িন' করে রুকুতে যাবে।
 ৬. হাঁটুর উপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং রুকুর দো'আ 'সুবহা-না রক্বিয়াল আযীম' কমপক্ষে তিনবার পড়বে।
 ৭. রুকু থেকে 'সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং 'রব্বানা লাকালহামদ' একবার পড়বে।
 ৮. অতঃপর 'আল্ল-হু আকবার' বলে প্রথমে দু'হাত ও পরে দু'হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে ও সিজদার দো'আ 'সুবহা-না রক্বিয়াল আ'লা' কমপক্ষে তিনবার পড়বে।
- সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ে পাতার উপরে বসবে এবং ডান পায়ে পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় দু'সিজদার মাঝের দো'আ 'আল্ল-হুমাগ্‌ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজ্বুরনী ওয়াহুদিনী ওয়া আ-ফিনী ওয়ার্বুকুনী' পড়বে।

৯. অতঃপর ‘আল্লা-হু আকবার’ বলে ২য় সিজদায় যাবে ও দো‘আ পড়বে।
১০. অতঃপর ‘আল্লা-হু আকবার’ বলে ২য় রাক‘আত একই নিয়মে পড়বে।
১১. ২য় রাক‘আত শেষে প্রথম বৈঠকে বসবে। প্রথম বৈঠকে বাম পায়ে পাতার উপরে বসে কেবল ‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়ে ৩য় রাক‘আতের জন্য উঠে যাবে।
১২. অতঃপর শেষ বৈঠকে ‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়ার পরে দরুদ ও দো‘আ মাছুরাহ পড়বে।
১৩. শেষ বৈঠকে ডান পায়ে তলা দিয়ে বাম পায়ে অগ্রভাগ বের করে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এসময় ডান পায়ে আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করবে।
১৪. বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলো বাম হাঁটুর উপর কিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত মুঠো করে রাখবে এবং সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদত আঙ্গুল নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে।
১৫. দো‘আ মাছুরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে ‘আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ’ বলে সালাম ফিরাবে।

দশম পাঠ

যাকাত

ইসলামের তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ হল যাকাত। সম্পদশালী ব্যক্তির কাছে নিছাব তথা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ জমা হলে বছরে একবার যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত আদায় না করলে সম্পদ পবিত্র হয় না।

হিয়াম

ইসলামের চতুর্থ রুকন হল হিয়াম। প্রত্যেক সাবালক ও সক্ষম মুসলমানের জন্য রামায়ান মাসে পূর্ণ এক মাস হিয়াম পালন করা ফরয। আল্লাহ হিয়াম পালনকারীদেরকে ক্ষমা করেন এবং অশেষ ছওয়াব দান করেন।

হজ্জ

ইসলামের পঞ্চম রুকন হজ্জ। প্রত্যেক সাবালক ও সক্ষম মুসলমানের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয। জিলহজ্জ মাসের ৯ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত পাঁচদিন পবিত্র মক্কা নগরীতে কাবাঘর এবং মীনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় নির্দিষ্ট নিয়মে ইবাদত পালন করাকে হজ্জ বলে।

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাক

আখলাক অর্থ স্বভাব বা চরিত্র। রাসূল (ছা.) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে চরিত্রবান মানুষ। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি কাজের আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন। একজন আদর্শবান মানুষ হতে হলে আমাদেরকে তা অনুসরণ করা আবশ্যিক। অতএব সোনাগণিরা! আমরা এ অধ্যায়ে কিছু ইসলামী আদব-আখলাক শিখব।

প্রথম পাঠ

সাক্ষাতের আদব

১. পরিচিত বা অপরিচিত কোন মুসলিমের সাথে সাক্ষাত হলে হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলবে ‘আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ-হ’ (আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)।
২. কেউ সালাম প্রদান করলে জবাবে বলবে ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ-হ’ (আপনার ওপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)।
৩. সালামের পর উভয়ে ডান হাতে মুছাফাহা করবে।
৪. ছোটরা বড়দের সালাম দিবে।
৫. বড়দের সম্মান করবে এবং ছোটদের স্নেহ করবে।
৬. কোন বাড়িতে প্রবেশকালে সালাম দিবে এবং অনুমতি নিবে।

দ্বিতীয় পাঠ

পানাহারের আদব

১. ‘বিসমিল্লা-হ’ বলে ডান হাতে খাবে ও পান করবে। পানি পান করার সময় তিন নিঃশ্বাসে পান করবে এবং পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলবে না।
২. খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত ধৌত করবে ও বসে খাবে।
৩. প্লেটে নিজের সামনের অংশ থেকে খাবার নিবে। কাত হয়ে, ঠেস দিয়ে কিংবা দাঁড়িয়ে খাবে না।
৪. খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লা-হ’ বলতে ভুলে গেলে ‘বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু’ দো‘আ পাঠ করবে।
৫. পেট পূর্ণ করে খাবে না; বরং একটু জায়গা খালি রাখবে।
৬. খাওয়ার শেষে ভালভাবে প্লেট ও আঙ্গুল চেটে খাবে এবং পরিষ্কার করবে।
৭. খাওয়ার শেষে ‘আল-হামদুলিল্লাহ-হ’ বলবে।

তৃতীয় পাঠ

পোশাক পরিধানের আদব

১. 'বিসমিল্লা-হ' বলে ডান দিক থেকে পোশাক পরিধান করবে।
২. ঢিলেঢালা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত পোশাক পরিধান করবে।
৩. পোশাকে যেন অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পায়।
৪. ছেলেরা টাখনুর নিচে কাপড় পরবে না। আর মেয়েরা টাখনু ঢেকে কাপড় পরবে।
৫. ছেলেরা রেশমের পোশাক ও সোনার অলংকার ব্যবহার করবে না।
৬. ছেলেরা ছেলেদের পোশাক পরবে আর মেয়েরা মেয়েদের পোশাক পরবে। অমুসলিমদের মত পোশাক পরবে না।
৭. পোশাক পরিধানকালে দো'আ পড়বে।
৮. 'বিসমিল্লা-হ' বলে ডান পায়ের জুতা আগে পরবে। জুতা খোলার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খুলবে।

চতুর্থ পাঠ

পেশাব-পায়খানার আদব

১. টয়লেটে প্রবেশকালে 'আল্ল-হুমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছ' দো'আটি পড়ে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করবে।
২. সর্বদা বসে পেশাব করবে। দাঁড়িয়ে পেশাব করা যাবে না।
৩. সতর্কতার সাথে পেশাব-পায়খানা করবে, যাতে দেহে বা কাপড়ে অপবিত্রতা না লাগে।
৪. বাম হাত দিয়ে শৌচকার্য বা পানি ব্যবহার করবে। পানি না পেলে টিস্যু কিংবা টিলা ব্যবহার করবে।
৫. পেশাব-পায়খানার পর টয়লেটে ভালোভাবে পানি ঢালবে এবং সাবান দিয়ে হাত ধৌত করবে।
৬. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দিবে এবং 'গুফরা-নাকা' দো'আটি পড়বে।

পঞ্চম পাঠ

মসজিদের আদব

১. মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং ‘আল্ল-হুম্মাফ্‌তাহুলী আবওয়া-বা রহমাতিকা’ দো‘আটি পাঠ করবে।
২. মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি না বসে দু’রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ নফল ছালাত আদায় করবে।
৩. মসজিদে বসে থাকা অবস্থায় নীরবে তাসবীহ-তাহলীল করবে।
৪. মসজিদে কোন প্রকার শোরগোল বা অনর্থক গল্পগুজব করবে না।
৫. বের হওয়ার সময় ‘আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা’ দো‘আটি পাঠ করবে এবং বাম পা দিয়ে বের হবে।

ষষ্ঠ পাঠ

মোরা ভাল মানুষ হব ইনশাআল্লাহ

১. আমরা সর্বদা মানুষের সাথে বিনয়ী হব ও নম্র আচরণ করব।
 ২. কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে যাব এবং সাহায্য করব।
 ৩. সৎ, লোভহীন ও নিঃস্বার্থ হব।
 ৪. হিংসা ও অহংকার করব না।
 ৫. কেউ উপকার করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হব।
 ৬. ভাল মানুষদের বন্ধু বানাব।
 ৭. কখনও বাজে আড্ডা দেব না।
 ৮. মানুষকে গালি-গালাজ করব না।
 ৯. কোন অন্যায় কাজ করব না।
 ১০. মাথা নিচু করে পথ চলব।
 ১১. কখনও কারো ক্ষতি করব না, বরং উপকার করব।
 ১২. সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রাখব এবং ধৈর্যশীল হব।
 ১৩. সর্বদা অন্যের কল্যাণ কামনা করব এবং সবার জন্য দো‘আ করব।
- হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

তাওহীদ ও শিরক

১. প্রশ্ন : তাওহীদ কাকে বলে?
উত্তর : আল্লাহকে এক বলে জানা এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল ইবাদত করাকে ‘তাওহীদ’ বলে।
২. প্রশ্ন : তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : ৩ প্রকার। যথা : ১. তাওহীদুর রব্বিয়াহ ২. তাওহীদুল ইবাদাহ ৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত।
৩. প্রশ্ন : ‘তাওহীদুর রব্বিয়াহ’ দ্বারা কী বুঝায়?
উত্তর : আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের মালিক হিসাবে বিশ্বাস করা।
৪. প্রশ্ন : ‘তাওহীদুল উলূহিয়াহ’ দ্বারা কী বুঝানো হয়?
উত্তর : আল্লাহকে একমাত্র মা’বুদ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল ইবাদত করা। একে ‘তাওহীদুল ইবাদাহ’ও বলা হয়।
৫. প্রশ্ন : ‘তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত’ দ্বারা কী বুঝায়?
উত্তর : আল্লাহর যেসকল নাম ও গুণাবলী কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা হুবহু বিশ্বাস করা। আল্লাহর শতাবধিক গুণবাচক নাম রয়েছে। যাকে ‘আল-আসমাউল হুসনা’ বলা হয়।
৬. প্রশ্ন : ‘আল-আসমাউল হুসনা’ অর্থ কী?
উত্তর : আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ।
৭. প্রশ্ন : শিরক কী?
উত্তর : আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা।
৮. প্রশ্ন : শিরক কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : দুই প্রকার। যথা : ১. শিরকে আকবার বা বড় শিরক।
২. শিরকে আছগার বা ছোট শিরক।
৯. প্রশ্ন : তাওহীদের বিপরীত কী?
উত্তর : শিরক।
১০. প্রশ্ন : সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি এবং এর পরিণাম কী?
উত্তর : সবচেয়ে বড় পাপ হল শিরক। এর পরিণাম জাহান্নাম।
(লোকমান ১৩, মায়েদাহ ৭২)।